যায়যায়দিন

10 APR 2008

সাবেক চিফ অ্যাডভাইজর ও চিফ জাস্টিস মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

স্বাধীনতার পর ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছে অছাত্ররা

চট্টগ্রাম অফিস

কেয়ারটেকার সরকারের সাবেক চিফ অ্যাডভাইজর ও চিফ জাস্টিস হাবিবুর রহমান বলেছেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছে অছাত্ররা। এখনকার দুর্গতির জন্য এদের অপকর্মই দায়ী। তাই লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে কি না এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তিনি গতকাল চিটাগং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজির (চুয়েট) সাবেক শিক্ষার্থীদের চতুর্থ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে আন্দোলনে নামতে যখন অভিভাবকরা ইতস্তত করছিলেন তখন ছাত্ররাই এক দফার আন্দোলন শুরু করে। তাদের আন্দোলন স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সেই গৌরবের ছাত্র রাজনীতি পরবর্তী সময়ে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। একজন ছাত্রনেতা যখন দেশের প্রতিমন্ত্রী হয়ে যান তখন বুঝতে হবে কোথাও বিপর্যয় ঘটেছে। তিনি শিক্ষকদের এ ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানান। চট্টগ্রামের রাউজানে চুয়েট ক্যাম্পাসে দুই দিনব্যাপী এ পুনর্মিলনী গতকাল শেষ হয়েছে। এতে বিভিন্ন ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে অবদানের জন্য চুয়েটের ২৪ সাবেক ছাত্রকে সম্মাননা দেয়া হয়।

তারা হলেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শহিদুল হাসান, রাজউক চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার কে এ এম হারুন, সিডিএ চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার শাহ মুহাম্মদ আখতার উদ্দিন, কেডিএ চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সওজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এম আশরাফুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর দেওয়ান, প্রফেসর ড. নিয়াজ লতিফ, প্রফেসর ড. শাহাদাৎ হোসেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাবিবুর রহমান কামাল, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোজাফফর হোসেন, রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আবুল হাশিম খান, ইঞ্জিনিয়ার এম আলী আশরাফ, প্রয়াত মুহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়া, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আনোয়ারুল হক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সামশুল আলম খান, প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর আলম, প্রফেসর ড. এস কে পালিত, প্রফেসর ড. তারাপদ ভৌমিক; ইঞ্জিনিয়ার কে এম সুফিয়ান, প্রফেসর অনীল কান্তি ধর, ইঞ্জিনিয়ার আকরাম হোসেন, প্রফেসর ড. মোঃ সেলিম ও প্রফেসর ড. ফারুক আহমেদ।

পুনর্মিলনী ২০০৮ প্রস্তুতি পরিষদের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার এম আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চুয়েটের ভিসি প্রফেসর ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, ইঞ্জিনিয়ার অনীল কান্তি ধর প্রমুখ।